International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-V, September 2022, Page No. 28-36
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i5.2022.28-36

মন - মাথার কাজিয়া

ড. ভরত মালাকার
সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, দর্শন বিভাগ, মহিষাদল মহিলা কলেজ, পূর্বমেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The discussion of the mind-body relationship is very important in the history of Philosophy of Mind as well as Western Philosophy. Generally when we talk about 'mind', on the contrary we get something called physical state because physical state arises in some problem of mental condition. What is the nature of mind; Isthe mind different from body or not; what are the relation between mind and body if they are different etc are the important issues in the philosophy of mind. So there is a connection between mental states and physical phenomena. And mental events are possible for those who have consciousness. In this articles, i shall discuss all the issues of mind-body relationship. Also, the main objective will be to review direction by re-evaluating the mind-body problem critically.

***Key Words*:** Cartesian Stigma, Interactionism, Qualia, Consciousness, Categorical Mistake.

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে মনের ধারণাটি খুব বেশী প্রাচীন না হলেও এর কাছাকাছি কিছু ধারণা প্রাচীন গ্রীক দর্শনে প্রচলিত ছিল। যেমন আত্মার ধারণা। প্রাক-সক্রেটিয় যুগের গ্রীক দর্শনে পিথাগোরিয়ান-রা প্রথম উল্লেখ করেন যে, আত্মার দেহাতীত অস্তিত্ব আছে এবং আত্মা দেহ ছেড়ে দেহান্তরে গমন করতে পারে। প্লেটো তাঁর দর্শনে আত্মাকে দেহ থেকে স্বতন্ত্রতা দান করলেন । তাঁর মতে, আত্মা হল বিশুদ্ধ আকার এবং তা কোন দেহের ওপর নির্ভর না করেই থাকতে পারে। পরবর্তীকালে অ্যারিস্টটল বলেন, আকার কখনো উপাদান কে ছেড়ে স্বতন্ত্র থাকতে পারে না। উপাদানকে অবলম্বন করেই আকার থাকতে পারে। আত্মা হল দেহের আকার, তাই তা দেহকেই অবলম্বন করে থাকে।

দর্শনের জগতে আত্মা সম্পর্কে আলোচনার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে রেনে দেকার্ত ও তাঁর পরবর্তী দার্শনিকদের ভাবনায়। দেকার্ত দেহ-মনের যুগ্ম সত্তাকে পূর্ণাঙ্গ দ্রব্য বলার পরিবর্তে মন (আত্মা) ও দেহকে (জড়কে) দুটি পরস্পর স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ দ্রব্য বলেন। সার্বিক সংশয় পদ্ধতির মাধম্যে দেকার্ত প্রথম সংশয়াতীত অস্তিত্ব মূলক বচনে উপনীত হলেন -'আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি'। 'আমি'-র স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেকার্ত বলেন,[১] 'আমি হল এমন দ্রব্য যা সংশয় করে, উপলব্ধি করে, অনুমোদন করে, অননুমোদন করে, ইচ্ছা বা সংকল্প করে, অস্বীকার করে এবং যা কল্পনা করে ও অনুভব করে।' তিনি 'মেডিটেশন' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেহ ও মন-কে দুটি দ্রব্য হিসাবে স্বীকার করে তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে,

মন একটি চেতন দ্রব্য যার স্বরূপ হল চিন্তা, অপরদিকে দেহ হল জড় দ্রব্য, যার স্বরূপ হল বিস্তার। এতে চেতনার অভাব আছে। আবার স্বরূপের দিক থেকে মন হল অবিভাজ্য, দেহ হল বিভাজ্য। দেহ বা জড় দ্রব্য হল বিনাশী কিন্তু মন হল বিশুদ্ধ দ্রব্য যা অবিনাশী। দেকার্তের এই মতবাদকে দ্রব্য দ্বৈতবাদ (Substance Dualism) বলা হয়।

দেকার্ত মনে করেছিলেন যে যেহেতু জড় বা দেহ এবং মন সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী, এরা পরস্পর নিরপেক্ষ অর্থাৎ কেউ কারোর উপর নির্ভরশীল নয়। এখানে দেকার্তের বক্তব্যের মধ্যে একটা ফাঁক আছে। যদি মনের সারধর্ম চেতনা আর দেহের সারধর্ম বিস্তার হয় তার থেকে বলা যায় না যে, মন ও দেহ – দুটি পুরোপুরি স্বতন্ত্র দ্রব্য। 'স্ত্রী' কথার অর্থ হল 'বিবাহিতা মহিলা' আর 'মা' কথার অর্থ হল 'যে মহিলার সন্তান আছে'। একই ব্যাক্তি 'স্ত্রী' ও 'মা' –দুই-ই হতে পারে অর্থাৎ একই বস্তুর একাধিক গুন থাকতে পারে। এখানেই স্পিনোজা দেকার্তের যুক্তি-বিন্যাসের ত্রুটি লক্ষ্য করলেন এবং তাঁকে সমালোচনা করে উপস্থাপিত করলেন দেহ-মনের দ্বিভঙ্গি মতবাদ (Double Aspect Theory)। এই মতবাদের মূল কথা হল- দেহ ও মন, দৈহিক ও মানসিক অবস্থা, এক অভিন্ন সত্তার দুটি ভঙ্গি বা দিক, যারা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত না করেও সমানতালে পরিবর্তিত হয়।

দেকার্তের দ্বিতীয় মতটি হল, দেহ ও মন এই দুটি ভিন্নধর্মী পরস্পর নিরপেক্ষ হলেও এদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। এই নিবিড় সম্পর্কের কারনেই প্রাত্যহিক জীবনে আমরা প্রতিনিয়ত দেহ ও মনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুভব করি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে উপলব্ধি করি যে মন দেহকে এবং দেহ মনকে প্রভাবিত করে। দেহ ও মনের সম্পর্কের সমর্থনে দেকার্তের দর্শনে তিন ধরনের যুক্তি পাওয়া যায়[৩] –

প্রথমত, বলা হয় মন হল তাই যার চেতনা আছে কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় দেখি যে শারীরিক যন্ত্রনা, সুখ, দুঃখ, প্রভৃতি মনে উপস্থিত হয়। এই সংবেদনগুলি মন থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। তা হলে মন নিশ্চয়ই এমন দ্রব্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে যা বিস্তারযোগ্য এবং স্থান পরিবর্তন করতে পারে। এটি হল দেহ। এই সংবেদনগুলি দেহ ও মনের ঐক্যেরই ফল। এটিকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রমাণ বলা হয়।

আমাদের জ্ঞানরাজ্যের দেহ ও মনের নেতিবাচক ভূমিকার উপর গড়ে ওঠে দ্বিতীয় প্রমাণটি। দেকার্ত মনে করেন, আমরা যদি ঈশ্বরের প্রদত্ত বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোকের সাহায্যে সত্যতা বিচারে ব্রতী হই তাহলে ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকতে পারি। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভ্রান্তি আছে এবং এর প্রধান উৎস হল বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে পরিহার করে দেহকেন্দ্রিক ইচ্ছার সাহায্য নেওয়া। ইচ্ছার দিকটি দেহ ও মনের ঐক্যের সে যুক্ত। কাজেই ভ্রান্তিকে ব্যাখ্যা করার জন্য দেহ-মনের নিবিড় সম্পর্ককে স্বীকার করতে হয়।

আবার দেকার্ত দেহ-মনের সম্পর্ককে নিছক সহাবস্থানের সম্পর্ক (relation of co-existence) বলেছেন, দেহ ও মনের 'সাংগঠনিক ঐক্য' বলেছেন, কিন্তু তাদের 'স্বভাবগত ভাবে মিশ্রণ' (unity of nature) বলেননি অর্থাৎ দেহ ও মন –দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য হলেও তারা পরস্পরের সহযোগিতা করে। পরস্পরের মৌলিক সত্তার পরিবর্তন না ঘটিয়ে দেহ ও মনের মধ্যে একটি বাহ্যিক ও অনবশ্যম্ভব স্বীকার করতে হবে – যার ফলে একটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করে। এখান থেকেই দেকার্তের প্রতিরূপতা মূলক (Representationalism) তত্ত্বটি গড়ে ওঠে। প্রথমত, একটি বিস্তারের জগৎ-কে স্বীকার করতে হয় যা

আমাদের মস্তিষ্কে দৈহিক ছাপ উৎপন্ন করে (physical picture representation), দ্বিতীয়ত, এই ছাপটি বিস্তৃতিহীন দ্রব্যতে রূপান্তরিত হয়। তৃতীয়ত, আমরা এই দ্রব্যরূপ ভাবটিকেই প্রত্যক্ষ করি, বাইরের জগৎ-কে নয়। সুতরাং দুটি ভিন্ন জাতীয় আধারের সাহায্যে ভাব উপস্থিত হয় এবং বাইরের জগতের মাধ্যমে উৎপন্ন দৈহিক ঘটনাটি ঐভাবের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কাজেই দেহ ও মন – এই দুটি দ্রব্যের মধ্যে সম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়া রয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যায়, দেকার্তের এই তত্ত্বটিকে কেউ কেউ প্রতিনিধিত্বমূলক তত্ত্ব নামেও চিহ্নিত করেন।

প্রশ্ন ওঠেঃ দেহ ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়া কিভাবে সংঘটিত হয়? দেকার্তের সমসাময়িক সমালোচক পিয়ের গ্যাসেন্ডি (Pierre Gassendi) মনে করেন, দেহ ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি যেমন স্পষ্ট নয়, তেমনই চিন্তাও করা যায় না। এই সমালোচনার উত্তরে দেকার্ত দুটি যুক্তি দেন – (১) দেহ ও মনের ক্রিয়া – প্রতিক্রিয়া সম্ভব, এবং (২) এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না। আসলে দেকার্ত তিন ধরনের মৌলিক প্রত্যয়ের কথা বলেছেন – দৈহিক অবস্থা, মানসিক অবস্থা এবং দৈহিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে সম্বন্ধ। দেকার্ত মনে করেন, 'বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারাই মনকে জানা যায়'[২] এবং 'একমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই দেহ-মনের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়।'[৩] দেহ-মনের সম্পর্ক যে আছে – এ বিষয়ে আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাসই দেহ-মনের সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের উৎস।

দেকার্ত মনে করেন, যদিও মন দেহের সকল অংশের সঙ্গেই যুক্ত, তবুও একটি বিশেষ অংশে তার প্রভাব বেশি রয়েছে। ঐ বিশেষ অংশটি হল মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পিনিয়েল গ্রন্থি (Pineal gland) যা দেহ ও মনের সংযোগস্থল। এই গ্রন্থির মাধ্যমে দেহ ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনা পাশব প্রবনতা (animal spirit) এর মধ্যে গতি উৎপন্ন করে, যেগুলি স্নায়ুপথে পিনিয়েল গ্রন্থিতে পতিত হয়, যার ফলে সংবেদন উৎপন্ন হয়। আত্মা পিনিয়েল গ্রন্থিতে অবস্থিত থেকে পাশব প্রবণতার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং তার ফলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সঞ্চালিত করতে পারে। কিন্তু যদিও পিনিয়েল গ্রন্থির সাহায্যে দেকার্ত দেহ ও মনের মিথস্ক্রিয়ার সমস্যাটির সমাধান করতে চেয়েছেন –তা সত্ত্বেও কিভাবে দেহের কোন অংশ থেকে অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হয় – তার সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কার্য ও কারন উভয়ই সমধর্মী হলে পর তাদের মধ্যে সম্বন্ধের সম্ভাবনা থাকে কিন্তু কার্য-কারন যদি ভিন্নধর্মী হয় অর্থাৎ দেহ ও মন – ভিন্নধর্মী হওয়ায় তাদের মধ্যে সম্বন্ধ কিভাবে সম্ভব – তা স্পষ্ট নয়।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের এই সকল ত্রুটি লক্ষ্য করে সমসাময়িক দার্শনিক আরনল্ড জিউলিঁক্স (Arnold Geulinex) এবং নিকোলাস মালব্রাঁশ (Nicholas Malebranche) উপলক্ষবাদ (Occasionalism) নামে এক মতবাদ প্রবর্তন করেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সাহায্যে দেহ-মনের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই মতানুসারে, দেহ ও মন যেহেতু পরস্পর বিরোধী দুটি সত্তা সেহেতু এদের মধ্যে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব নয়। এঁরা বলেন, যখনই দেহ বা মনে কোন পরিবর্তন ঘটে – তখন ঈশ্বর আমাদের মনে বা দেহে ও অনুরূপ পরিবর্তন সংঘটিত করেন। তবে দেহ ও মনের সাধারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যার প্রতিটি স্তরে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ বা উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করলে তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। বরং আধিবিদ্যক বিতর্কের কথা বাদ দিলেও সহজে একথা বলা যায় যে, উপলক্ষবাদের তুলনায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ অনেক বেশি যুক্তিসম্মত ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ। ম্যালব্রাশেঁ দেহ ও মনের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঈশ্বরের প্রতি সীমাহীন বিশ্বাসের উপর বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছেন।

ভাষা দার্শনিক গিলবার্ট রাইল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদকে দেকার্তের কল্পনা হিসাবে আখ্যায়িত করে 'চৈতন্যময় মনকে' 'দেহযন্ত্রস্থ প্রেত' বলে বর্ণনা করেছেন। রাইলের মতে,[৪] কার্তেজীয় মতবাদটি একটি বিরাট ভ্রান্তি যাকে তিনি 'প্রকারগত ভ্রান্তি' (Category Mistake) বলেছেন। মন কোন স্থান জুড়ে থাকে না বলে সে দেহের বাইরে বা ভিতরে থাকতে পারে না। তাই 'আত্মা শরীরের ভেতর থাকে' –কথাটি 'গণিতের কোন সমীকরণ ফুটবল খেলতে যায়' – কথাটির মতই অদ্ভূত। আসলে রাইল মনে করেন, মন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দার্শনিকরা যেসব ভুলভ্রান্তি করেন সেগুলির কারণ হল একটি বিশেষ শ্রেণী বা প্রকারের (Category) অন্তর্ভুক্ত কোন একটি বিষয় সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে দার্শনিকরা সেটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণী বা প্রকারের অন্তর্গত বলে ধরে নেয়। যৌক্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে দেকার্তের দেহ-মন সংক্রান্ত মতের সমালোচনায় তিনি বলেন, 'মন' ও মানসধর্ম বোঝাতে যে শব্দগুলি প্রয়োগ করা হয় সেগুলি যে প্রকার ভুক্ত এবং 'দেহ' ও অস্তিত্ব যে প্রকারভুক্ত – এথেকে মনের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা, কিংবা দেহের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা – এসব প্রশ্ন অবান্তর ও ভ্রান্ত, কারণ এসব প্রশ্ন থেকে যা প্রতিপন্ন হয় তা হল – হয় 'মন' বলে কোন পদার্থ আছে অথবা 'দেহ' বলে কোন পদার্থ আছে। তিনি বলেন, এই বিসংবাদী বিকল্প অযৌক্তিক কেননা কোন একটি যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একথা যথার্থ বলা যায় যে মনের অস্তিত্ব আছে, আবার অন্য একটি যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলা যায় যে দেহের অস্তিত্ব আছে। 'মনের অস্তিত্ব আছে', 'দেহের অস্তিত্ব আছে' এবং 'এই দুই অভিব্যাক্তি' – অস্তিত্বের দুটি ভিন্ন প্রজাতিকে (species) সূচিত করে না কারণ 'অস্তিত্ব' কোনো জাতি নয়। এগুলি শুধু 'অস্তিত্ব' শব্দটির ভিন্ন ভিন্ন অর্থকে সূচিত করে। বার্ণার্ড উইলিয়ামস[৫] দেকার্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ-কে 'কার্তেজীয় কলঙ্ক' বলে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন দার্শনিক আবার একে দেহ-মনের দ্বৈতবাদের পরিবর্তে ত্রিমুখী মতবাদ- 'দেহ', 'মন', এবং 'এদের সম্পর্ক' –কে পৃথক শ্রেণী হিসাবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং দেকার্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মতবাদ নয়।

এছাড়াও মনের ধর্ম যদি হয় চেতনা, তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, আমাদের অস্তিত্বের প্রতি মুহূর্তে এমন কি সুষুপ্তি বা অচেতন অবস্থায় ও আমরা চিন্তা করি – যা বাস্তবে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে জন লক বলেন,[৬] 'thus, me thinks every drowsy nod shakes this doctrine, who teach that the soul is always thinking.'দেকার্তীয় দ্বৈতবাদের আরো সমস্যা হল মনের মতো চেতন আধ্যাত্মিক দ্রব্যকে কিভাবে জড়ীয় সত্তা দেহ থেকে পৃথক করা হয়, কিভাবে তাকে স্বতন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, সে প্রশ্ন ওঠতে বাধ্য। দুটি যথার্থ সদৃশ অভৌত অধ্যাত্ম দ্রব্য কিভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট কালে (at one time) স্বতন্ত্রীকরণ হয় – তা স্পষ্ট নয়। ভিন্ন ভিন্ন কালের দুটি আপাত পৃথক বস্তু যে এক ও অভিন্ন – এই শণাক্তকরণ তাদের এককালের স্বতন্ত্রীকরণের উপর নির্ভরশীল। বিস্তার বা দৈশিক ব্যাপ্তি ছাড়া দুটি যথার্থ সদৃশ অজড় আধ্যাত্মিক দ্রব্যকে যেমন আলাদা করা যায় না, তেমনি ভিন্ন ভাবে চিহ্নিত করা যায় না।

সুতরাং বলা যায়, কার্তেজীয় মিথস্ক্রিয়াবাদ দেহ ও মনের সম্পর্ক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একমাত্র দ্বৈতবাদী মতবাদ নয়,সমান্তরালবাদ (Parallelism), গৌণ-অবভাসবাদ (Epi-phenomenalism), মৌলিক-গুণ-দ্বৈতবাদ (Elemental property Dualism), সমষ্টি দ্বৈতবাদ (Bundle Dualism), - এসবই দ্বৈতবাদের প্রকারভেদ।

সমান্তরালবাদের মূল কথা হল: দেহ ও মনের মধ্যে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্ভব নয়। বরং মানসিক ঘটনাগুলি এবং দৈহিক ঘটনাগুলি সমান্তরালভাবে ঘটে থাকে যেখানে কারণিক সংযুক্তি রয়েছে। কোনো মানসিক ঘটনার অনুরূপ দৈহিক ঘটনা ঘটে, আবার কোনো দৈহিক ঘটনার অনুরূপ মানসিক ঘটনা ঘটে। ধরা যাক, $ম_১$, $ম_২$ হল মানসিক ঘটনাবলী আর $দ_১$, $দ_২$ হল দৈহিক ঘটনাবলী। সেক্ষেত্রে সমান্তরালবাদ অনুসারে, যদি $ম_১$ $ম_২$ এর কারণ হয় এবং $দ_১$ $ম_১$ এর অনুরূপ হয়, $দ_২$ $ম_২$ এর অনুরূপ হয় তাহলে $দ_১$ $দ_২$ এর কারণ। বিষয়টি বিপরীত ক্রমেও প্রযোজ্য। সুতরাং মানসিক ঘটনাবলী এবং জাগতিক ঘটনাবলী সমান্তরালভাবে ঘটে চলে, তারা পারস্পরিকভাবে ক্রিয়া করে না। স্পিনোজার কথায়,[৭] 'ধারণাসমূহের ক্রম ও সংযোগ এবং বস্তু সমূহের ক্রম ও সংযোগ অভিন্ন।'

কিন্তু একদিকে দেহ ও অপরদিকে মন – এই দুইয়ের মধ্যে স্বরূপত ভিন্নতা স্বীকার করে নিলেও সমান্তরালবাদকে গ্রহণ করা যায় না কারণ তাতে মূল সমস্যার সমাধান হয় না অর্থাৎ মানসিক ঘটনা ও দৈহিক ঘটনা কেন নিয়ত সহচারী হবে তার কোন সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাছাড়া সমান্তরালবাদ স্বীকার করলে জাগতিক ক্রমবিকাশে মননশক্তির উদ্ভাবনকে অর্থহীন বলতে হয়। মনের সাহায্য ব্যতিরেকে দেহ যদি সকল প্রকার ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে তাহলে মনের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না অথচ জাগতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে মনের উদ্ভব ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। বরং দৃষ্টিবাদী হিউমের কার্য-কারণ সূত্রকে যদি গ্রহণ করি তাহলে 'ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া' বা 'মিথস্ক্রিয়া', 'সমান্তরালবাদ' প্রভৃতি শব্দগুলি যে কেবল ভাষাগতভাবে ভিন্ন ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ মস্তিষ্কবৃত্তির অনুরূপ উপযুক্ত মানসবৃত্তি সবসময়ই ঘটে (সমান্তরালবাদ) বলাও যা, মানস বৃত্তি ও দেহের বৃত্তির মধ্যে নিয়ত সহচর কারণতা আছে – একথা বলাও তাই । সুতরাং এই দুটির মধ্যে পার্থক্য কেবল ভাষাগত ভিন্নতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

উপসত্তাবাদী (Epiphenomenalism) মতে, মানস ঘটনা ও দৈহিক ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে এবং সেই সম্পর্ক একমুখী। দৈহিক ঘটনা মানস ঘটনাকে উৎপন্ন করে। মানস ঘটনা দৈহিক পরিবর্তনের ফল। কখনোই মানস ঘটনা কোন দৈহিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। মানস ঘটনা গুলি যেন দৈহিক প্রক্রিয়ার ছায়া (shadow) মাত্র এবং কোনভাবেই দৈহিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে না।

আধুনিক কালের স্নায়ুবিজ্ঞানীদের কাছে উপসত্তাবাদ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় । এই সকল বিজ্ঞানীরা একদিকে স্বীকার করেন যে, ব্যাক্তির সকল আচরণের কেন্দ্রস্থল হল মস্তিষ্ক – প্রত্যেক মানসবৃত্তি কোন না কোন স্নায়ুক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত । স্নায়ুবিজ্ঞানী ক্রিক এবং কোচ[৮] চেতনার ক্ষেত্রে স্নায়ুগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ অনুসন্ধান করতে গিয়ে চেতনাকে স্নায়ুর ৪০ হার্জ দোলায়মান বিদ্যুৎ প্রবাহ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। স্নায়ুবিজ্ঞানী ভিক্টর এ এফ ল্যামি তাঁর প্রকাশিত 'ক্যান্ নিউরোসায়েন্স রিভিল দ্য ট্রু নেচার অফ কনশাসনেস্ ?' প্রবন্ধে চেতনার স্নায়বিক সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে কর্টিক্যাল – সেনসরি (cortical sensory) এবং সেনসরি মোটর প্রসেসিং (sensory motor processing) থেকে উদ্ভুত দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন।[৯] সুতরাং এঁরা চেতনবৃত্তির বাস্তবতা স্বীকার করেও তাদের পদচ্যুতি ঘটিয়ে উপসত্তাবাদে পর্যবসিত করেন এই বলে যে ব্যাক্তির আচরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় এদের কোন স্থান নেই।

উপসত্তাবাদের প্রধান ত্রুটি হল, জগতের ক্রমবিকাশে মননশক্তির আবির্ভাবের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না কারণ মানস ঘটনা দৈহিক ঘটনার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। আমরা দেখেছি,

মানসিক ঘটনার উৎপত্তিমূলে মস্তিষ্কবৃত্তি থাকলেও মন একান্ত ভিন্ন। সুতরাং চেতনাময় শরীরে আবির্ভূত হওয়ার পর সে দেহ ভিন্ন থাকতে পারে কিনা - সে প্রশ্ন থেকে যায়। শুধু তাই নয়, মনকে মস্তিষ্কের উপসত্তা বলা যায় কিনা, কোন মানসিক ঘটনা কোন দৈহিক ঘটনার কারণ না হলেও অপর কোন মানস ঘটনার কারণ হতে পারে কিনা – সে প্রশ্ন দেখা দেয়। সুতরাং উপসত্তাবাদের পরিবর্তে আরো কোন গ্রহণযোগ্য মতবাদ হিসাবে দ্বৈতবাদ বা স্পষ্টভাবে বলা যায়, মৌলিক-গুণ-দ্বৈতবাদের দিকটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

স্পিনোজার দ্বিপার্শ্ববাদ (Double Aspect theory) অনুসারে,[১০] দেহ ও মন, দৈহিক অবস্থা ও মানসিক অবস্থা এক অভিন্ন সত্তার দুটি দিক, যারা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত না করেও সমান তালে পরিবর্তিত হয়। উত্তল ও অবতল – দুটি দিক যেমন একই বক্র কাঁচের দুটি ভিন্ন দিক, তেমনি দৈহিক দশা ও মানসিক দশাও একই দ্রব্যের দুটি দিক।

মৌলিক গুণ-দ্বৈতবাদ কীভাবে দেহ ও মনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে – তা স্পষ্ট নয়। সমান্তরালবাদীদের মতো এরাও দেহ-মনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন – দৈহিক অবস্থা ও মানসিক অবস্থা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত না করেও সমান তালে পরিবর্তিত হয়। প্রশ্ন হল, একই মুদ্রার দুটি দিক বা দুটি আয়নায় বিম্বিত একই দেহের ছায়াকে বুঝতে পারি কারণ তারা ভৌত অবস্থা, কিন্তু দেহ ও মনের মতো দুটি ভিন্নধর্মী বিষয় কী করে একই পদার্থের দুই গুণ – তা বোঝা যায় না।

আধুনিক দর্শনে দ্বিপার্শ্ববাদের পরিশোধিত একটি রূপ হল পুরুষবাদ (Person theory) - পি. এফ. স্ট্রসন যার প্রবক্তা। তাঁর মতে, মানস গুণ ও দৈহিক গুণ – এই উভয় গুণই পুরুষের গুণ । পুরুষ হচ্ছে অন্তর্নিহিত সত্তা যার মানস ও দৈহিক – উভয় গুণই আছে। স্ট্রসন পুরুষের সংজ্ঞা দিয়েছেন:[১১]'এমন সত্তা যাতে উভয় ধরণের বিধেয় অর্থাৎ চেতনার অবস্থা এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্য সমভাবে একই ধরণের কোন ব্যাক্তিতে আরোপ করা যায়' (a type of entity such that ....both...individual of that single type)। স্পিনোজার সঙ্গে স্ট্রসনের মতের মূল পার্থক্য হল – স্পিনোজার কাছে যা কিছু অস্তিত্বশীল তাই স্ট্রসনের কাছে পুরুষ অর্থাৎ দৈহিক ও মানসিক মাত্রা যুক্ত বস্তুমাত্র।

কিন্তু দেহ-মন সম্পর্কে পুরুষবাদ কোন অংশেই গ্রহণযোগ্য নয় কারণ তিনি মানস গুণ গুলিকে দৈহিক গুণে রূপান্তরিত করা যায় – এরূপ বক্তব্যকে অস্বীকার করেন কিন্তু গুণগুলি দেহের গুণ কিনা – সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলেননি। শুধু তাই নয়, তাঁর বর্ণিত পুরুষ মানস গুণ বিশিষ্ট এক ধরণের দেহ কিনা – সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলেননি।

আমরা দেখেছি চলমান মানসবৃত্তিগুলির মধ্যে ঐক্য সম্পাদনের জন্য এক অপরিবর্তনীয় মূল সত্তার উল্লেখ করতে গিয়ে মন বা আত্মাকে এক আধ্যাত্মিক দ্রব্য বলা হয়েছে। জড় দ্রব্যকে যেমন ভৌত গুণের আশ্রয় বলা হয়, তেমনি আত্মা বা মনকে সকল মানসবৃত্তির আধার বলা যায়। এই দ্রব্য জড় দ্রব্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাই মন দেহের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও দেহহীন অবস্থাতে ও থাকতে পারে।

এই অদ্বয়, অধ্যাত্ম, দেহাতীত আত্মার কোন সংবেদন হয় না বলে প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম মনে করেন। তাঁর মতে, যে বিষয়ের কোন প্রত্যক্ষ বা সংবেদন হয় না, তার সম্বন্ধে কোন জ্ঞান সম্ভব নয় । তাঁর অস্তিত্ব ও জানা যায় না। আন্তর প্রত্যক্ষে আমরা কেবল দ্রুত পরিবর্তনশীল মানসবৃত্তিগুলির সাক্ষাৎ পাই। এই সতত পরিবর্তনশীল চেতনবৃত্তি অতিরিক্ত কোন অধ্যাত্ম দ্রব্যের কোন অস্তিত্ব নেই। হিউমের নিজের

কথায়, [১২]'আমার দিক থেকে আমি যখন আমার নিজের (অর্থাৎ, আমি যাকে আত্মা বলি তার) মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে প্রবেশ করি, তখন আমি সর্বদাই উত্তাপ বা শীতলতা, আলো বা অন্ধকার, প্রেম-প্রীতি বা ঘৃণা প্রভৃতি প্রত্যক্ষের (অর্থাৎ মানসিক অবস্থার) মধ্যে বিশেষ কোন একটি বা অন্যটির সাক্ষাৎ পাই। আমি কখনো প্রত্যক্ষ ছাড়া স্বয়ং নিজেকে (আত্মাকে) উপলব্ধি করত পারি না, প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সাক্ষাৎ পাই না'(For my part, when I enter most ……can observe anything but the perception)। এই মতে, [১৩]আত্মা বা মন হল এক ধরণের থিয়েটার, যেখানে নানা প্রত্যক্ষ পরম্পরাক্রমে আবির্ভাব হয়, বিচিত্র ঢঙে ও অবস্থায় মিশে যায়, ভেসে চলে বা অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে হিউম বলেন, থিয়েটারের তুলনা যেন আমাদের বিপথে চালিত না করে, আমরা যেন মনে না করি যে থিয়েটার যেমন কোন একটি স্থান – যেখানে নানা দৃশ্য প্রদর্শিত হয়, মন ও তেমনি কোন স্থান যেখানে নানা প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হয়। সুতরাং সমষ্টি-দ্বৈতবাদে (Bundle Dualism) মন হল চেতনবৃত্তির বা মনোবৃত্তির ধারা যেগুলি স্বতন্ত্র হয়েও দেহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

হিউমের সমষ্টি দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলা হয় – বিচ্ছিন্ন নিয়ত পরিবর্তনশীল মানসবৃত্তির অধিকারী ছাড়া মনের যথাযথ বিশ্লেষন কি করে হয়? এমনকি কিভাবে এই বিচ্ছিন্ন চেতনবৃত্তিগুলি সংঘবদ্ধ – এটি পরিস্কার না হলে কোন্ চেতনবৃত্তি 'আমার' এবং কোন্ চেতনবৃত্তি 'অন্যের' – তা বলা যাবে কিভাবে ? স্মৃতির সাহায্যে এই যোগসূত্রকে স্বীকার করা যায় না কেননা স্মৃতিজ্ঞান ব্যাক্তির প্রাক্ অনুভবের উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে যদি সমষ্টি-দ্বৈতবাদীরা 'চেতনার যোগসূত্র' হিসাবে দেহকে স্বীকার করেন, তাহলে তাঁরা দেহ ও মনের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, দেহাতিরিক্ত মনের অস্তিত্বকে অভিজ্ঞতা কিংবা যৌক্তিক দিক – কোনো দিক থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। তাই বলা যায়, কার্তেজীয় দ্বৈতবাদকে অস্বীকার করে সমষ্টি দ্বৈতবাদকে স্বীকার করলেও তা একটি অসংলগ্ন মতবাদে পরিণত হয়। হয়তো এই সমস্যার কথা বিবেচনা করেই ডেভিড হিউম তাঁর 'ট্রিটিজ' গ্রন্থে পরিশিষ্টে স্বীকার করেছেন যে, প্রতিটি পৃথক প্রত্যক্ষ একটি স্বতন্ত্র সত্তা হলেও আমাদের মন এই সত্তাসমূহের মধ্যে কোন বাস্তব সম্বন্ধ খুঁজে পায় নি।

সমষ্টি দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ করে বলা যায়, এই মতবাদ অনুসারে, মানসবৃত্তিগুলির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই । কিন্তু আমরা জানি, মন হল মানসিক বৃত্তির সমষ্টি। সুতরাং প্রতিটি মানসিক বৃত্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকা উচিত। সমষ্টি দ্বৈতবাদের এই সমস্যার অবসানে ব্রিটিশ দার্শনিক ডেরেক পারফিট (Derek Perfit) বলেন,[১৪] ব্যাক্তি হল কারন বিশিষ্ট মানসিক ও দৈহিক ভাবে অবিচ্ছিন্ন। যুক্তি হিসাবে তিনি বলেন, কারন হল বিশেষ মানসিক ধারাবাহিকতা যা মস্তিষ্ক কে নির্দেশ করে এবং মানসিক যোগসূত্রতা এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু পারফিটকে মাথায় রেখেই বলতে হয় দেহ ও মনের ভিন্নতা স্বীকার করলেও প্রকৃত সম্বন্ধ আমাদের কাছে এখনও রহস্যময়। সেক্ষেত্রে এই সম্পর্ক ব্যাখ্যায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সমান্তরালবাদ – এই দুটি প্রধান দ্বৈতবাদী মতের মধ্যে পার্থক্য কেবল 'ভাষাগত পার্থক্যে' পরিণত হয় এবং কোনোটিই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানী স্যার জন ইকলিস্ (Sir Jhon Eccles) তাঁর 'The Neurophysiological Basis of Mind' গ্রন্থের 'Mind- Brain Problem' প্রবন্ধে[১৫] এক ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদের অবতারনা

করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, মস্তিষ্কের কিছু সংখ্যক স্নায়ুকোষের স্নায়বিক অংশের ক্ষরন প্রক্রিয়াকে মন নিয়মিতভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ফলে মন মস্তিষ্কের বেশ কিছু অংশকে প্রভাবিত করে পরিবর্তনের সূচনা করে কিন্তু কিভাবে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সূচিত হয় তার কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেনি।

বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী আর্থার কম্পটনের (Arther Compton) ভৌত অনিয়ন্ত্রনবাদের উপর আলোচনার প্রেক্ষিতে সবিচার বাস্তববাদী (critical realist) দার্শনিক কার্ল পপার (Karl Popper) দেহ-মনের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পপার ভৌত অনিয়ন্ত্রনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভৌত জগতের উপর মানসিক নিয়ন্ত্রনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেহ ও মনের ক্রিয়ার সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ধারার বিশ্লেষনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে তিনি দেকার্তের দেহ ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করলেও তিনি যে ভৌত জগৎ ও মানস জগতের মধ্যে যে কম্পটন বর্ণিত "plastic control'- এর কথা বলেছেন তা আমাদের কার্য-কারনিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

এখন দ্বৈতবাদের সমর্থনে সাধারণভাবে যুক্তিগুলিকে পল চার্চল্যান্ডকে[1] অনুসরন করে আলোচনা করা যেতে পারে [১৬]

দ্বৈতবাদের ভিত্তি হিসাবে প্রথমের দিকে একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের উল্লেখ করা হয় - যেখানে বলা হয় যে, সৃষ্টি হল উদ্দেশ্যমূলক। এই বিশ্বজগতে মানুষও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে এবং মানুষের আত্মা নামক সত্তার অমরত্বে বিশ্বাস পোষন করা হয়। সুতরাং উদ্ভব হয় দ্বৈতবাদী ধারণার - যার একদিকে থাকল আত্মা, অন্যদিকে জড়জগৎ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার আমরা সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা, অনুভূতি প্রভৃতি অন্তর্সংবেদনের মাধ্যমে চেতনার উপস্থিতিকে অনুভব করলেও বিভিন্ন স্নায়বিক ক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে এই অন্তর্সংবেদনগুলি উৎপন্ন হয় - তার ব্যাখ্যা দিতে পারি না। স্বভাবতঃই মানসিক ধর্মের বিপরীতে স্নায়বিক ক্রিয়ারূপ ভৌত ধর্মের পার্থক্য থাকে -যা দ্বৈতবাদী মতকে সমর্থন করে। এছাড়াও বলা যায়, আমাদের নানা প্রকার মানসিক অবস্থাগুলি কখনোই ভৌতবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না। দেকার্ত মানসিক ধর্মের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে মানুষের বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা, গাণিতিক যুক্তির প্রয়োগ ক্ষমতার উপর জোর দিয়েছিলেন। কোনো ভৌত অবস্থাই আমাদের এই সামর্থ্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে না । দ্বৈতবাদের সমর্থনে আরো বলা যায় যে, টেলিপ্যাথি, প্রি-কগনিশন ইত্যাদির মতো পরা-মনোবৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলোকে কোনোভাবে ভৌতবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না অর্থাৎ এর থেকে বলা যায় যে, দ্বৈতবাদ গ্রহণযোগ্য।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, দ্বৈতবাদের সমর্থনে যে ধর্মীয় ভিত্তির কথা বলা হয়েছে -তা যে গ্রহনযোগ্য নয়, ঐতিহাসিকভাবে তা সত্য। গ্যালিলিওর জ্যোতির্বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত এর প্রকৃষ্ট প্রমান। তাছাড়া সামাজিক কারনে উদ্ভব হওয়া ধর্মীয় বিশ্বাসের কোন যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আবার অন্তর্দর্শন ভিত্তিক যুক্তির মাধ্যমে দ্বৈতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টাও ত্রুটি মুক্ত নয়। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষিত

বিষয়ের যেমন বৈজ্ঞানিক যাচাইযোগ্যতা সম্ভব, আন্তর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। এখন বাহ্য ও আন্তর প্রত্যক্ষের গুণগত পার্থক্য যদি প্রমানিত না হয় – তাহলে অন্তর্দর্শন জনিত যুক্তিকে বর্জন করতে হয়।

সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে: দ্বৈতবাদ কি দেহ-মন সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য কোনো মতবাদ নয়? উত্তরে বলা যায়, একথা অনস্বীকার্য যে, বিংশ শতাব্দীর দার্শনিক চিন্তায় দ্বৈতবাদী মতবাদগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। দেহহীন মনের অস্তিত্ব যেমন সংশয়ের দাবী রাখে, তেমনি চেতনাহীন দেহ-র অস্তিত্বও সংশয়মুক্ত নয়। এছাড়া আধুনিক দর্শন চিন্তায় কার্তেজীয় চেতনার ধারনাটি মূল সমস্যাগুলির অন্যতম। আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি যেভাবেই শারীরিক বৃত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হোক না কেন – এগুলির একটি অন্তর্নিহিত গুণ বা তাৎপর্য আছে – যাকে ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। এই গুণ বা ধর্মকে 'কোয়ালিয়া' (Qualia) বলা হয়। এই কোয়ালিয়া নামে চেতনবৃত্তির আভ্যন্তরীন গুণের অস্তিত্ব থাকে শুধু মনেই। সুতরাং এককথায় বলা যায় বস্তুর গুণের অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতার গুণের যে পার্থক্য করা দরকার – দ্বৈতবাদ স্বীকার না করলে তা সম্ভব হত কিনা – এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়

তথ্যসূত্র:

1. It is a thing who doubts, understands, affirms, denies, wills, refuse, and which also imagines and feels'. – Meditation II. P. 153, Descartes.
2. Descartes Philosophical Writing, translated by N.K. Smith, Macmillan, 1952, p. 274.
3. Ibid.
4. Ryle, G; 'The Concept of Mind; Hutchinson, London, 1949.
5. "Descartes,Paul Edwards edited Encyclopaedia of Philosophy; vol-1.
6. Lock, John; An Essay Concerning Human Understanding; BK II, Ch-1, p.13.
7. Spinoza, B.B; Ethics; part-II, proposition - 7.
8. Crick, Francis; and Kock, Christof: Consciousness and Neuroscience, cerebral cortex, 8:97-107, 1998.
9. Lamme, A.F. Victor; Can Neuroscience Reveal the true nature of Consciousness? http://www.nyu.edu/gsas/dept/phil/course/consciousness 05/lammeneuroscience pdf.
10. Shafer, J.A; Philosophy of Mind; Prentice Hall of India private Limited, New Delhi – 110001, 2003, p.52
11. Strawson, P.F.; Individuals; p. 102.
12. Treatise, p.252.
13. Ibid. p.253.
14. Perfit, Derek; Person and Object: A Metaphysical Study; Open Court publishing company, Illinios, 1976, p.80.
15. Eccles, Sir John; The Neurophysiological Basis of Mind; Clarendon press, Oxford, 1953, ch. 8.
16. Churchland, P; Matter and Consciousness, MIT Press, Cambridge, 1982.